দৈনিক ইত্তেফাক
১৯৯
তারিখ ... SEP. 10 1998
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

তিনটি হলের আবাসিক প্রশাসন

রোকেয়া হল

এখানে মোট সীট সংখ্যা ৭৩০। অনার্স বিল্ডিং-এর নীচতলায় ১০টা রুমে ৪টা করে সীট। ২য় তলায় সিঙ্গেল রুম আছে ১৬টা। নতুন বিল্ডিং-এ আছে ৪ সীটের ১১টা রুম কিন্তু এখানে ৫ জন করে অবস্থান করছে। ৪২টি রুম আছে ৩ সীটের, কিন্তু অবস্থান করছে ৪ জন করে। এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ ৯৬টি রুম আছে, এগুলো ৪ সীটের। কিন্তু এখানে ছাত্রী আছে ৫ জন করে। মেইন বিল্ডিং-এর ৭২টি রুম আছে ৪ সীটের, কিন্তু এখানেও অবস্থান করছে ৫ জন করে। একে সীট সমস্যা তার উপর 'বেহালে চলছে ডাইনিং।' খেলাধুলার চর্চা নেই মেয়েদের। নেই বিনোদনের সুবিধাজনক ব্যবস্থা। নড়বড়ে হয়ে গেছে পুরাতন ভবন গুলো। সংস্কার করা হয়নি। স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুম, স্যুয়ারিজ লাইনগুলো পরিষ্কার নয়। বৈদ্যুতিক কেবল গুলো নয় সুবিধাজনক। এসব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যেমন উদাসীন তেমনি মেয়েরাও কম দায়িত্বহীন নয়। দু'টাকা বাড়িয়ে দিলেই ডাইনিং-এ খাবার ব্যবস্থাটা একটু উন্নত হয় তাতে রাজী হন না। কিন্তু এর চেয়ে বেশি টাকা খরচ করে প্রতিনিয়তই বাইরে খাচ্ছেন। আবার একবেলা যদি ডাইনিং না খান তারা টাকা ফেরতের দাবী জানান। খুব কম মেয়েরা ডাইনিং-এ খায়। বেশীরভাগ মেয়েরাই রুমে রান্না করে খায়। রান্নার জন্য হিটার জ্বালান তারা। অথচ হিটার জ্বালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। এভাবে রান্নার কাজে তারা যেমন বিদ্যুতের অপচয় করছেন, তেমনি লংঘন করছেন আবাসিক বিধিবিধান। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাটাচ্ছেন বাইরে।

শামসুন নাহার হল

এখানে সীট সংখ্যা ৭০০। তিনটি ৫ তলা ভবনের সম্মুখভাগে অনার্স বিল্ডিংটির প্রতিটি কক্ষ ১ সীট বিশিষ্ট আর মাস্টার্স বিল্ডিং-এর কক্ষগুলো ৩ সীট বিশিষ্ট। কিন্তু এখানে থাকছে ৪ জন করে। কম্বাইন্ড ভবন ৪ সীট বিশিষ্ট কিন্তু এখানে অবস্থান করছে ৬ জন। গণরুম বলে কয়েকটি রুম আছে যার প্রতিটি কক্ষে ৮টি সীট কিন্তু থাকছে ১৬ জন করে। অর্থাৎ অনার্স বিল্ডিং বাদে বাকি সব কক্ষেই অতিরিক্ত একজন করে অবস্থান করছে। অথচ ছাত্রীদের অভিযোগ এখানে অনেক মেয়ের নামেই সীট আছে যারা চলে গেছে কিন্তু সীটটি তাদের নামেই রয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ এই সীটগুলো চেক করে বাড়তি মেয়েদের দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অবহেলা বশত তা হয়ে ওঠেনি। চাপের মুখে পড়ে প্রভোস্ট ছাত্রীদের জায়গা দিতে বাধ্য হন এক জনের জাগায় তিন জন। হলে সমস্যা বেড়ে যায় তিন দিক থেকে। কিছু করার নেই, এর মধ্যেই মেয়েদের থাকতে হয়। এখানেও লংঘিত হয় আবাসিক বিধিবিধান। দীর্ঘদিন ধরে পানির ট্যাংকটি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। কলের লাইন দিয়ে আসে ময়লা পানি। নীচতলার স্যুয়ারিজ লাইন পরিষ্কার না করার ফলে জ্যাম হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। বৈদ্যুতিক কেবলগুলো দুর্বল। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব। ভিন্ন রিডিং রুম নেই। নেই ভিজিটিং রুম। হাউজ টিউটর এবং কর্মচারী প্রয়োজনের তুলনায় কম।

মৈত্রী হল

এখানে সীট রয়েছে ৩১৫টি কিন্তু ছাত্রী অবস্থান করছে ৬৫০।। ৯০টি কক্ষের প্রতিটিতে ৪ সীট কিন্তু অবস্থান করছে ৭ জন করে। আর দুটো হলের চেয়ে এখানে সীট সংখ্যা অর্ধেক কিন্তু গড়ে এখানেও ছাত্রী কম থাকে না। কর্তৃপক্ষের উপর চাপ থাকে, থাকে অসংখ্য অভিভাবকের অনুরোধ। এই দুপ্রকার চাপের মুখে রোকেয়া এবং শামসুন নাহার হলের মতো মৈত্রী হলেও ছাত্রী অবস্থান করছে দ্বিগুণ। অথচ রুম বাড়েনি একটিও। দুটো সীটের জাগায় ৪টি, ৪টির জাগায় ৮টি। প্রতিষ্ঠার পর এই হলের কোন সংস্কার মূলক কাজ হয়নি। প্রয়োজনের তুলনায় বাথরুম কম। নামাযের এবং পড়ার কোন ভিন্ন রুম নেই। নেই খেলা-ধুলার কোন ব্যবস্থা। এখানেও নির্দেশ অমান্য করে হিটার চালান মেয়েরা। আবেদন পত্র ছাড়াই অবস্থান করেন বাইরে।